পাঁচ মিনিটের পড়া

সাপ্তাহিক ই-বুলেটিন

শুক্রবার / আগষ্ট ৫, ২০২২ / মুহাররম ৭, ১৪৪৪

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net

আল্লাহ্‌কে স্মরণ

“সুতরাং আমাকে তোমরা স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো আর আমাকে অগ্রাহ্য করো না।“

আল বাকারাহ / আয়াত ১৫২

তুমি কি এর থেকে শান্তিদায়ক অবস্থান কল্পনা করতে পারো, যেখানে তোমার সৃষ্টিকর্তা, সংরক্ষণকারী, বিশ্বজগতের পালনকর্তা তোমাকে স্মরণ করছেন? পবিত্র কোরআনে তারাই প্রশংসিত যারা হাটতে বসতে শুতে, ঘুরতে আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে এবং দুনিয়া আর জান্নাত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকে। তারাই তো বিজ্ঞ ও জ্ঞানী যাদের হৃদয় সব সময়, সব অবস্থানে এবং সব রকমের অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে।

সাইদ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেছেন যেঃ- “সে তার রবের আনুগত্য করেনি, যে তাকে স্মরণ করেনি- সে যতই তসবিহ করুক , সে যতই আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করুক অথবা যতই কুরআন তিলাওয়াত করুক না কেন।"

আবু উসমানকে (রাঃ) একবার প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, “আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি কিন্তু কেন আমাদের অন্তরে এর মধুর প্রভাব অনুভব করি না?" তিনি বললেন, "আল্লাহকে ধন্যবাদ জানান এই জন্য যে তিনি অন্তত আপনার শরীরের একটি অঙ্গকে তাঁর আনুগত্যের জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।"

আলুসি (রাঃ) বলেছেন, “আল্লাহকে স্মরণ করার তিনটি উপায় রয়েছে। **প্রথমটি হচ্ছে জিহবা দিয়ে** অর্থাৎ আল্ললাহকে ধন্যবাদ দেওয়া বা প্রশংসা করা, গুনগুন করে তার মহিমা বর্ণনা করা, কোরআন তিলোয়াত করা ইত্যাদি। **দ্বিতীয়টি হচ্ছে হৃদয় (এবং মন) দিয়ে** সকল সৃষ্টি জগত নিয়ে চিন্তা করা এবং ইসলামের বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার করনীয় কাজগুলির (এবাদত) পিছনে প্রজ্ঞা আবিষ্কার করা, আখেরাতের পুরস্কার এবং শাস্তি সম্পর্কে চিন্তা করা, আল্লাহর গুণাবলী বোঝা এবং আল্লাহর দেওয়া বিভিন্ন রহস্য উদঘাটন করা। **তৃতীয়তটি হচ্ছে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অনুমোদিত কাজে নিয়োজিত রাখা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা।**

সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করার উপদেশ আমাদের প্রতি আল্লাহর সর্বাত্মক এবং অপ্রতিরোধ্য ভালবাসার প্রতিফলন। আল্লাহর দরজা আমাদের জন্য সবসময়ই খোলা- “আমাকে স্মরণ করো এবং আমিও তোমাকে স্মরণ করবো।“ আমাদের কেবলমাত্র সেই দরজায় প্রবেশের পথ খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে চেষ্টা করুন, আপনার সমস্ত মুহূর্ত, আপনার সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং আপনার সমস্ত কাজকে আল্লাহর স্মরণে পূর্ণ করার জন্য।

সুত্রঃ "In the Early Hours" - Khurram Murad, pp. 21-25 / "Tafsir Ishraq Al-Ma'ani" - Syed Iqbal Zaheer, vol. 1, p. 184 / ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ

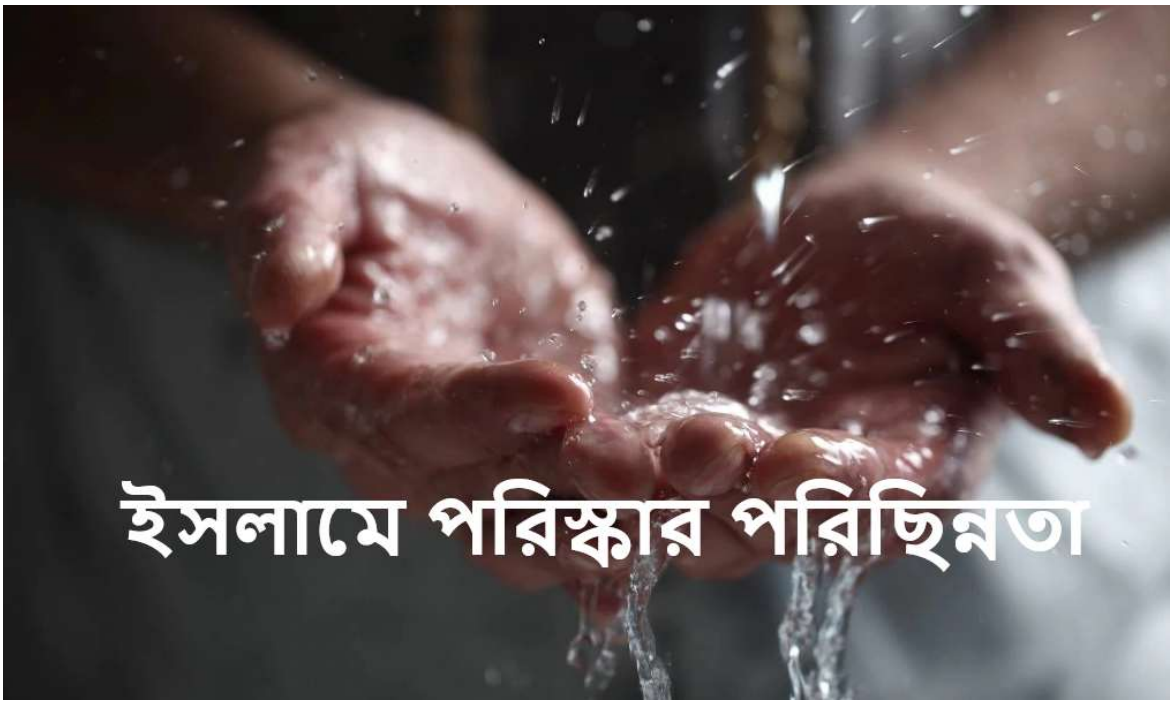

ইসলামে পরিস্কার পরিছিন্নতা

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিলো সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, দাগমুক্ত ও পরিপাটি পোষাক পরিধান করা এবং নিজেকে সুগন্ধযুক্ত রাখা।

ইমাম আল বুখারি বলেছেন রসূল (সঃ) বলেছেন, “আল্লাহ সেই ব্যাক্তির গত সপ্তাহের গুনাহ মাফ করে দিবেন যে শুক্রবারে গোসল করলো, নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলো, যে কোন সুগন্ধি যা তার ঘরে রয়েছে সেটা ব্যাবহার করলো। তারপর, সে [জুমার নামাজের জন্য] বাইরে গেল এবং দুই বন্ধু একত্রিত থাকলো অর্থাৎ একজন আরেকজনকে এড়িয়ে গেল না। অতঃপর সে যেখানে সুযোগ পেলো নামায পড়লো এবং ইমামের [খুতবা] শুনলো।“

শুক্রব্যারে গোসল করা বিশেষভাবে প্রয়োজন কারণ এটি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য 'সাপ্তাহিক ঈদ' এবং তাদের বাড়ি ও মসজিদে জমায়েত হওয়া আনন্দের উপলক্ষ।

অবশ্যই এর অর্থ এই নয় যে একজনকে শুধুমাত্র শুক্রবারে গোসল করতে হবে, সর্বোত্তম স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য যতবার প্রয়োজন ততবারই গোসল করতে হবে। মহানবী (সাঃ) গোসলের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেননি এবং যখনই ইচ্ছা তখনই তিনি (সাঃ) গোসল করতেন, এমনকি মাঝরাতেও করতেন, যেমনটি বর্ণনা করেছেন মা আয়েশা (রাঃ)!

আপনার সাথে সুগন্ধির একটি ছোট বোতল রাখতে ভুলবেন না এবং আপনার এবং আপনার চারপাশের লোকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এটি নিয়মিত ব্যবহার করতে ভুলবেন না, যেমনটি হাদিসগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এটি মানুষ এবং ফেরেশতারাও ভালবাসে এবং পছন্দ করে, এবং আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে আনন্দিত দেখতে ভালবাসেন।

সুত্রঃ "Islamic Manners" - Abdul Fattah Abu Ghudda / ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ

কারবালার দু:খজনক ঘটনা থেকে শিক্ষা

ইসলামের রয়েছে এক সুন্দর সাংসারিক স্নেহ আদরের ঐতিহ্য, রয়েছে কষ্টের তীব্রতা এবং রয়েছে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার ইতিহাস। মুসলিম ইতিহাসের এসব দিকগুলো আমার কাছে সবচাইতে মূল্যবান হলেও আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, এই দিকগুলো প্রায়ই অবহেলিত। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের এগুলোর প্রতি পুনরায় মনোযোগ দেওয়া উচিত, আমাদের নিজেদের জন্য এবং সেইসাথে যারা ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় সত্যে আগ্রহী তাদের মনোযোগের জন্য।

ইসলামের ইতিহাসে মূল্যবান যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা যুদ্ধ নয়, বা রাজনীতি, অথবা গৌরবময় বিজয়, এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক লুণ্ঠন যা আমাদের পূর্বপুরুষরা সংগ্রহ করেছিলেন তা নয়। সে ক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাসের অন্য সব ইতিহাসের মতো রয়েছে আলো এবং ছায়া। আমাদের যা দরকার তা হলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে সংগঠনের চেতনা, ভ্রাতৃত্ববোধ, অদম্য সাহসের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া।

শাহাদাতে অবশ্যই দৈহিক কষ্ট আছে, এবং ঐ সকল দুঃখ-কষ্ট আমাদের সহানুভূতির দাবিদার- আর এই জন্য থাকতে হবে আমাদের সাধ্যানুযায়ী সবচেয়ে প্রিয়, বিশুদ্ধতম, আন্তরিক সহানুভূতি যা। কিন্তু শারীরিক কষ্টের চেয়েও অনেক বড় কিছু কষ্ট রয়েছে। সেটা হচ্ছে যখন একটি বীর আত্মা বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়; যখন মহৎ উদ্দেশ্যগুলিকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয় এবং উপহাস করা হয়; যখন সত্যের উপর পরে কাল ছায়া। মনে হচ্ছে সব শেষে একজন শহীদ সম্মতি দিচ্ছেন যে, দুংখ এবং কষ্ট থেকে বাচতে একটু সামান্য অপ্রতিরোধ্য (non-violence) নীতির উপর মজবুত থাকো; যেন ভিতরে ভিতরে ফিসফিসিয়ে বলছেঃ "সত্যের কখনো মৃত্যু হয় না।" একথা সম্পূর্ণ সত্য- বিমূর্ত সত্যের কখনো মৃত্যু হয় না। এটা সচেতন মানুষের স্বাধীনতা।

কিন্তু পুরো যুদ্ধটাই মানুষের সত্য ও ন্যায়কে ধরে রাখার যুদ্ধ। এবং এ যুদ্ধ কেবলমাত্র মানবিক সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার দ্বারা করা সম্ভব- আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং সাহসের মাধ্যমে।

যেখানে একজন সাধারণ মানুষ ত্যাগ করবে না বা নতজানু হবে, চরম পরিণতি অবজ্ঞা করে সাধারণ উদ্দেশ্যের কাছে সত্যের বলিদান দিবে, সেখানে একজন শহীদ সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। হোসাইন (রাঃ) এর সাথে ঠিক এমনটাই হয়েছিলো। কারন সবাইকেই তার শাহাদাতের গল্প ছুঁয়ে গিয়েছিলো, এবং এটি দামেস্কের রাজনীতিতে মৃত্যু আঘাত বয়ে এনেছিলো এবং সকলে হোসাইন (রাঃ) এর পক্ষে দাড়িয়েছিলো। তাই মুহাররম এখনও ইসলামের বিভিন্ন মাযহাবের চিন্তাধারাকে একত্রিত করার এবং অমুসলিমদের কাছে একটি শক্তিশালী আবেদন করার ক্ষমতা রাখে। এটি শাহাদাতের সর্বোচ্চ তাৎপর্য।

অতীতের সব মানব ইতিহাস দেখলে দেখা যায় যে মানব আত্মা বিভিন্ন দিক থেকে কঠোর পরিশ্রম করেছে, অনেক উৎস থেকে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করেছে। আমাদের দেহ ও আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক সংগ্রাম এবং পরাজয়ের পরে বিকাশ বা বিবর্তিত হয়েছে। আমরা আমাদের অনেক বুদ্ধীজিবিদের শহীদদের কাতারে পেয়েছি, এবং আমাদের মহান অভিযাত্রীরা প্রায়শই শহীদদের প্রেরণ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

তবে সর্বোচ্চ সম্মানটি এখনও আধ্যাত্মিক জগতের সেইসব মহান অনুসন্ধানকারীদের যারা ভয়ানক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও মন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করছেন। তারা তাদের পবিত্রতার সাথে কলংক জড়িয়ে নেওয়ার চাইতে নিজের জীবনের বিনিময়ে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ইসলামের প্রথম প্রতিরোধ যখন ইমাম হোসাইন (রাঃ) দ্বারা গড়ে উঠলো তখন তিনি শহর থেকে শহর চড়িয়ে বেরিয়েছেন, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা পালিয়ে বেরিয়েছেন, কিন্ত তারপরও মন্দের সাথে কোন আপোস করেননি। তারপর তাকে একটি প্রস্তাব করা হলো কিন্ত সেটা ছিলো খুবই বিপদজনক, সেটা ছিলো আল্লাহর ঘর থেকে দূরে রাখার একটি ভয়ানক পরিকল্পনা আর তা নাহলে নিজের সহযোদ্ধা বন্ধুবান্ধব সাথীদের বাদ দিয়ে একটি সহজ আরামদায়ক একাকি জীবন যাপন করবার প্রস্তাব। তিনি দায়িত্ব এবং সম্মানের সাথে বিপদের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং তা থেকে কখনও বিচ্যুত হননি, স্বাধীনভাবে এবং সাহসিকতার সাথে তার জীবন বিসর্জন দেন।

তার গল্প আমাদের আবেগকে পবিত্র করে। আমরা আমাদের মধ্যে সাহস এবং দৃঢ়তা বাড়িয়ে তার স্মৃতিকে সম্মানের সাথে স্মরণ করতে পারি।

সুত্রঃ "Imam Husain And His Martyrdom" - Abdullah Yusuf / ভাবানুবাদঃ ফাতেমা বিনতে আযাদ

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

আমাদের সাথে থাকুন!

ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

https://conta.cc/3L8sV0k